

পরিবার

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই বাংলার বিপবী যুবাদের পোশাক, চলন, জীবনযাপনের এক বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছিল যার রেশ চলেছে প্রায় পুরো বিশ শতক জুড়ে। স্লিঞ্চ সৌম্য গড়ন, তিন পকেটওয়ালা খদ্দেরের শার্ট আর পাজামা, পায়ে চপ্পল। আলাপে শান্ড অথচ দৃঢ়। যে কোনো দুঃখ-কষ্টের মাঝে হাসিমুখ, মানুষকে সাহায্য করার জন্য সদা উন্মুখ আর অন্যায়কারী শোষকের প্রতি তীব্র ঘৃণা। তাতেও খুব কম জনেরই ছিল সংসার।

কিন্তু এই আত্মত্যাগী সূচি পিউরিটান জীবনের সঙ্গে সংসারের যে কোনো বিরোধ নেই, বরং সংসার তাদেরকে সমাজের নিকটতর করবে- এই ধারণা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। সন্দেহ গুপ্ত নামের বিপবী যুবাব সংসার শুরু ৪০ বছর বয়সে (১৯৬৬) স্ত্রী গৌরী গুপ্তাকে। সংসারের অন্য সদস্য বৃদ্ধা মা কিরন বালা গুপ্তা। তারপর একে একে কোলে এলো পংকজ গুপ্ত-মিন্টু (১৯৬৭), মনোজ গুপ্ত-পিন্টু (১৯৬৯), প্রিয়তোষ গুপ্ত-সেন্টু (১৯৭৩), আর অদিতি গুপ্তা-মনি (১৯৭৫)। স্বামী এবং পিতা সন্দেহ গুপ্ত সমান্ভ্রালভাবে দাঁড়ালেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক সন্দেহ গুপ্তের। পুত্র-কন্যার কলকাকলীতে, স্ত্রীর সেবায় আনন্দময় সংসার। ছেদ পড়েছিল জ্যেষ্ঠ পুত্রের নৌকাডুবিতে নিখোঁজে। সে কষ্টকে নিজের মধ্যে ধারণ করে সংসারের আনন্দময় রূপটিই ছড়িয়ে রেখেছিলেন ঘর জুড়ে।

পরের ক'টি পাতায় ক্যামেরার লেন্সে বন্দি তারই প্রতিচ্ছবি।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ



স্বপ্ন দেখে ও স্বপ্ন নিয়ে মনুষ্য জাতি
 সাজেছে পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীতে
 প্রকৃত মানুষ সাজেছে পৃথিবী। -বিজয়
 বিজয়মহল প্রকৃত বিজয় জেতে বিজয়
 দায়িত্ব আর লোকের হাতে তাঁর জীবন
 তাঁর হাতে হাতে হাতে চলবে।
 বিজয়মহল
 ১৯.১০.০৪

স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনাটা মনে রাখতেই ইতিহাস ভাসতো তার চোখের সামনে। বই
 পড়তেন অনবরত এবং যা পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে
 উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের লেখাবং যা পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য,
 বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের লেখাবং যা পড়তেন ভুলতেন না।
 অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের লেখাবং
 যা পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন,
 ব্যবহার করতেন নিজের লেখা





স্বপ্ন দেখে এ সত্যনিষ্ঠ মনুষ্য জাতি
 মাতৃভাষায় কথা বলে। নিঃস্বার্থেই জেতবে
 প্রবৃত্তি জাতি মাতৃভাষায় কথা বলে। নিঃস্বার্থে
 শিক্ষাময় প্রতি-ভিত্তিক জাতি মাতৃভাষায়
 পায় এত মনোরম জীবন জীবন।
 তাঁদের জীবনে জাতি জীবিত।

সত্যনিষ্ঠ মনুষ্য
 ১৯.১০.৭৪



স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনাটা মনে রাখতেই ইতিহাস
 ভাসতো তার চোখের সামনে। বই পড়তেন অনবরত এবং যা
 পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য,
 বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের
 লেখা



স্মৃতিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি মনুষ্যের
 মস্তিষ্ক হস্তক্ষেপে বৃদ্ধি। নিঃসন্দেহে
 প্রকৃতি মনুষ্যের মস্তিষ্ককে বৃদ্ধি। নিঃসন্দেহে
 স্মৃতিশক্তি মনুষ্যের মস্তিষ্ককে বৃদ্ধি।
 মনুষ্যের মস্তিষ্ক মনুষ্যের মস্তিষ্ককে
 বৃদ্ধি প্রদান করে।
 স্মৃতিশক্তি মনুষ্যের মস্তিষ্ককে
 বৃদ্ধি প্রদান করে।

স্মৃতিশক্তি মনুষ্যের
 ১৯.১০.০৪



স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনাটা মনে রাখতেই ইতিহাস
 ভাসতো তার চোখের সামনে। বই পড়তেন অনবরত এবং যা
 পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য,
 বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের
 লেখা





স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনাটা মনে রাখতেই ইতিহাস ভাসতো তার চোখের সামনে। বই পড়তেন অনবরত এবং যা পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ থেকে বক্তব্য, বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের লেখা





স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা একটি দেশে
 সত্যের প্রকাশক হুজি। স্বাধীনতা
 প্রার্থী দেশে সত্যের প্রকাশক হুজি। নিরোপ
 স্বাধীনতা প্রক্তি-কিছুই থেকে নিয়ে
 পাঠ্য এই দেশের স্বাধীনতা
 তাঁদের স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা
 ১৯.১০.০৪

স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনাটা মনে রাখতেই
 ইতিহাস ভাসতো তার চোখের সামনে। বই পড়তেন
 অনবরত এবং যা পড়তেন ভুলতেন না। অধিক গ্রন্থ
 থেকে বক্তব্য, বাক্য, বাক্যাংশ অনায়াসে উদ্ধৃত
 করতেন, ব্যবহার করতেন নিজের লেখা

বংশ পরিক্রমা

